রিসালাত অক্ষুন্ন রাখতে নবীজির ﷺ বৈশিষ্ট্য

উম্মী নবী:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মী নবী। আরবি ভাষায় সাধারণত উম্মি বলা হয় এমন লোককে, যিনি লিখতে-পড়তে কিংবা হিসেব করতে জানেন না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্বলতা কিংবা কোন কমতি হিসেবে ধরা হলেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা তাঁর মুজিজা।

উম্মী শব্দের বাংলায় নির্ধারিত কোন অর্থ নেই। কেননা উম্মী শব্দের অর্থ সাধারণত নিরক্ষরতা বোঝালেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে এই শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টিই করেছেন এভাবে; তিনি শত চেষ্টা করে চাইলেও লিখতে কিংবা পড়তে পারতেনই না।
এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুরআনকে মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছেন, সে কুরআন যাতে কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারে। সেই স্বার্থে, আল্লাহ তাআলা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্পূর্ণ মনুষ্য ইনপুট বিহীন করেছেন, যেন আল্লাহ তাআলা হতে প্রেরিত রিসালাত এর পথ পরিষ্কার থাকে এবং দুনিয়াবী সকল প্রভাব হতে নিরাপদ থাকে। এর জন্য তাকে উম্মি কিংবা সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর বলা হয়।

এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা আনকাবুত এর 48 নং আয়াতে বলেছেন,
وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ
“তুমিতো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।” (আনকাবুত-৪৮)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর বলেছেন,
“এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার উপর এই কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি তো তোমার বয়সের একটা বড় অংশ এই কাফিরদের মধ্যে অতিবাহিত করেছে। সুতরাং তারা তো ভালরূপেই জানে যে, তুমি লেখা পড়া জানতে না। সমস্ত গোত্র ও সারা দেশবাসী এ খবর রাখে যে, তোমার কোন আক্ষরিক জ্ঞান ছিল না। এতদসত্ত্বেও

যখন তুমি এক চারুবাক সম্পন্ন ও জ্ঞানপূর্ণ কিতাব পাঠ করছো তখন তো তা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসেছে। তুমি তো একটি অক্ষরও কারো কাছে শিখনি, অতএব কি করে তুমি এত বড় একটা কিতাব রচনা করতে পার?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এই কথাটিই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিল। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ١ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ “যারা আক্ষরিক জ্ঞান বিহীন রাসূল ও নবী (সঃ)-এর অনুসরণ করে, যার গুণাবলী তারা তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জীলে পেয়ে থাকে, যে তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে।” (৭:১৫৭)”

তাফসীর ইবনে কাসীর ৮ম খণ্ড - ৫৭১ পৃষ্ঠা - ইসলামিক ফাউন্ডেশন

এ থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাতের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা উম্মি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পড়তে লিখতে না পারা। এই কারণে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন প্রথমবার হেরা গুহায় ওহী নিয়ে এসে বললেন “আপনি পড়ুন” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন “আমি পড়তে পারি না।”

তবে যদি দেখা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পড়তে বা লিখতে পেরেছেন, তাহলে বুঝতে হবে সেটিও ছিল তাঁর মুজিজা। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহূর্তের বিশেষ কুদরতী প্রকাশ।

যেমন, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে চুক্তিপত্র লিখিত হবার সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লিখলেন “من محمد رسول الله” আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এর পক্ষ থেকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হচ্ছে। তাতে কুরাইশরা আপত্তি জানিয়ে বললো, আমরা যদি তাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতাম তাহলে যুদ্ধ কিংবা সন্ধির তো কোন প্রশ্নই ছিল না। رسول الله (আল্লাহর রাসূল) শব্দটিকে কেটে দিতে হবে। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার পক্ষে কখনই

এই رسول الله (আল্লাহর রাসূল) শব্দের উপর কলম চালানো সম্ভব নয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, ঠিক আছে, তুমি যখন কাটতে পারছ না তাহলে আমি কেটে দিচ্ছি, এই বলে তিনি ﷺ চুক্তিপত্রে রসূলুল্লাহ শব্দটি কলম দিয়ে কেটে দিলেন। (সিরাতুন নববী, রাগেব সারজানী, খন্ড-৩১, পৃষ্ঠা-১০)
তার মানে সেই মুহূর্তের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে পারছিলেন, যা মুজিজা হিসেবে গণ্য হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিত কোন কিছু করতে না পারলেও ছবি কিংবা দৃশ্য পড়তে পারতেন। যেমন, মিরাজের রজনী থেকে ফেরার পরে কুরাইশরা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করে বাইতুল মুকাদ্দাস এর বৈশিষ্ট্য কেমন তা জানতে চাইলে, জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম, তার (ﷺ) সামনে বাইতুল মুকাদ্দাস কে উপস্থাপন করেন এবং তিনি ﷺ তা দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাস এর জানালা, দরজা, ছাদ সবকিছু হুবহু বলে দিলেন। (সহিহ বুখারী- ৪৭১০)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সোজা একটি দাগ টেনে বললেন, “এটা হচ্ছে মানুষ” আর তার পাশে আরেকটি দাগ টেনে বললেন, “এটি হচ্ছে তার আশা”, এর উপরে আরেকটি দাগ টেনে বললেন, “এটি হচ্ছে তার মৃত্যু। মানুষ আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটতে ছুটতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না।”
(তিরমিজি- ২৪৫৪)
এর দ্বারা বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহিসালাম বিভিন্ন অংকন দ্বারা কথা বুঝাতে পারতেন এবং বিভিন্ন চিত্র দেখে বুঝতে পারতেন।

সুরা জুমুয়ার দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ
هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
“**তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূল রূপে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত,** তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতোপূর্বেতো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।”

এই আয়াতের তাফসীরে কুরতুবী বলেন, উম্মী জাতির মানে হচ্ছে, যারা লিখে না; কুরাইশরাও তাই ছিল। মনসুর ইবনে ইব্রাহীম থেকে তিনি বর্ণনা করেন যে, "উম্মী সেই, যে পড়তে পারে কিন্তু লিখে না।"
তার মানে বোঝা যায় উম্মী জাতি মানে হচ্ছে, যারা পড়তে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে লেখালেখির অভ্যাস কিংবা সংস্কৃতি নেই/ছিল না।
ইতিহাসে দেখা যায়, আরবদের মধ্যে লেখালেখি প্রচলন ছিল না। তারা সরাসরি মানুষের কথা, শতশত কবিতা, বংশ লিপি, বিভিন্ন হিসাব মুখস্ত করে রাখত, কিন্তু লিখতো না।

আরব অঞ্চলের মানুষ লেখালেখিতে অভ্যস্ত না থাকার কারণে তারা মুখস্তবিদ্যা বেশি পারদর্শী ছিল, যা ইসলামের রিসালাত ও জ্ঞানভান্ডারকে টিকিয়ে রাখতে অনেক অবদান রেখেছে।

ইমাম মাওয়ারদি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মী নবী হিসেবে যেই গুনাগুন দেয়া হয়েছে এর পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে:

1. তাওরাত এবং ইঞ্জিলের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মী নবী হিসেবে যেই পরিচয় দেয়া হয়েছে, তার প্রমাণস্বরূপ।
2. আগের পয়গম্বরদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ্যতা রক্ষা করার জন্য। (লেখালেখির প্রচলন খুব বেশি আগের নয়; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের কিছুকাল আগে সম্ভবত। এজন্য, নবীরা প্রায় সকলেই উম্মী ছিলেন)
3. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিতাব তথা আল কুরআন নিয়ে এসেছেন, সেই কুরআন সম্পর্কে যাতে অবিশ্বাসীরা এই প্রশ্ন তুলতে না পারে, যে এই এই এই কিতাব তিনি নিজে কিংবা অন্য কারো থেকে লিখিয়ে এনেছেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা উম্মী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

ইয়াতিম

রিসালাতকে অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বিতীয় যেই বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন তা হল, ইয়াতিম হওয়া। পিতৃত্বের ছায়া ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই তার মায়ের ছায়াও আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা

তার থেকে সরিয়ে নেন। এরপরে তার দাদা তার দায়িত্ব নিতে না নিতেই তাকেও আল্লাহ তা'আলা সরিয়ে নেন এবং সর্বশেষ তার চাচা তার দায়িত্ব নিলে তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যান।
আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা এভাবে একের পর এক দায়িত্বশীলের হাতবদল করেছেন এজন্য যে, নির্দিষ্ট কোন মানুষ যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভিভাবকত্বের জন্য সাব্যস্ত না হয়। বরং আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা নিজেই সরাসরি তার দেখভাল করতে পারেন এবং কেউ যাতে এই বলে প্রশ্ন করতে না পারে যে, তোমাকে তো তোমার দাদা গড়ে তুলেছেন, তাই তুমি তার কাছ থেকে এগুলো শিখে আমাদেরকে ওহীর কথা বলছো।

তবে মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য নূন্যতম সুযোগটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে দিয়েছেন মা, দাদা, চাচা, দুধ মা এদের মাধ্যমে।

রমাদান আল বুতি তার ফিকহুস সীরাহ গ্রন্থের ৫১ এবং ৫২ পৃষ্ঠায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইয়াতিম হওয়ার কারণ বলতে গিয়ে বলেছেন, তাকে অভিভাবকহীন রাখা হয়েছে যাতে কোনো মানুষ তার উপর দাবি না আনতে পারেন, যেমনটা মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর ফেরাউন দাবি এনেছিল যে, তোমাকে আমি লালন পালন করে বড় করেছি আর তুমি এখন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছো?
এছাড়া তাকে ইয়াতিম হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানোর আরেকটি কারণ হচ্ছে, সারা বিশ্বে যত ইয়াতিম এসেছেন এবং আসবেন তারা যাতে অভিভাবকহীনতার জন্য দুঃখিত না হয় এবং হীনমন্যতায় ভোগে। বরং এই ভেবে সান্তনা সাহস পায় যে, আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও একজন এতিম ছিলেন, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা আমাদের দ্বারাও হয়তো দ্বীনের বড় কোন খেদমত করিয়ে নেবেন। রসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে প্রত্যেক এতিমের পিতা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।
(ফিকহুস সিরাহ, রমাদান বুতী। পৃষ্ঠা ৫০-৫১)

আস-সাদিক আল–আমিন

আস-সাদিক অর্থ হচ্ছে সত্যবাদী এবং আল-আমিন অর্থ বিশ্বস্ত।

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে শত মিথ্যাচার করলেও তার এই গুণটি কখনো অস্বীকার করতে পারেনি। **সূরা যুমার এর ৩৩ নং আয়াতে** আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

"যারা সত্য নিয়ে আগমণ করেছে এবং সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে, তারাই তো মুত্তাকী।"

এরপর **সূরা সাফফাত আয়াত ৩৭** নং আয়াতে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেছেনঃ

بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ

"বরং সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.)] সত্য নিয়ে এসেছে এবং (পূর্বে আগমনকারী) রসূলদেরকে সত্যায়িত করেছে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা গুণের কারণে রিসালাতের পূর্বে তার আসল নামটি প্রায় মুছেই গিয়েছিল। কুরাইশরা যখন কাবা নির্মাণকালে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল তৃতীয় কোন ব্যক্তি তাদেরকে এই ব্যাপারে মীমাংসা করে দিবে। এরই প্রেক্ষিতে তারা বলল, আগামীকাল নির্দিষ্ট ওই গিরিখাদ দিয়ে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তার সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করব। পরদিন সকালে দেখা গেল, সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই গিরিখাদ দিয়ে আসলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে প্রত্যেকেই সানন্দে বলে উঠল, এ তো আমাদের **আস-সাদিক আল–আমিন চলে এসেছে**। আমরা নিশ্চিন্ত; তার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করব।

রসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহায় প্রথমবার নবুয়ত প্রাপ্ত হবার পর, ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থেকে ঘরে ফিরে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বললেন, "আমি খুব ভয় পাচ্ছি, আমাকে চাদরাবৃত করে দাও।" তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, "আপনি ভয় পাবেন না এটা আপনার জন্য কখনোই ক্ষতিকর কিছু না। আল্লাহ কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত কিংবা কষ্ট দেবেন না। কারণ আপনি তো আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী, **সত্যবাদী**, মানুষের বিপদ দেখলে নিজের কাঁধে তুলে নেন, মেহমানকে আপ্যায়ন করেন এবং মুসিবত আসলে আপনি আগে ঝাঁপিয়ে পড়েন।"

এ বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।
(সহীহ বুখারী ৪৯৫৬ নং, মুসনাদে আহমদ এবং সহীহ মুসলিম ১৬০নং)

উমর ইবনু হাফস ইবনু গিয়াস (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ অবতীর্ণ হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা (পর্বতে) আরোহণ করলেন এবং ডাকতে লাগলেন, হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে। অবশেষে তারা একত্রিত হল। যে নিজে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে দেখতে পায়, ব্যাপার কী? সেখানে আবূ লাহাব ও কুরাইশগণও আসল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুসৈন্য উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে উদ্যত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হাঁ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।" আবূ লাহাব (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে) বলল, সারাদিন তোমার উপর ধ্বংস আসুক! এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ? তখন নাযিল হয়, "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু-হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।"
(সহীহ বুখারী ৪৭৭০ নং এবং সহীহ মুসলিম ৬০৮ নং)

এছাড়া, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুরাইশদের চরম বিরোধের সময়েও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আস-সাদিক আল–আমিন সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন,

আবু সুফিয়ান বিন হারব এক সময় শাম (সিরিয়ায়) দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমণ করেছিলেন। তখন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক দল কুরাইশ লোকসহ তাকে ডেকে পাঠালেন। এই ঘটনা ঐ সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফেরদের মধ্যে হোদায়বিয়ার সন্ধি চলছিল। তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন।...
(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং হিরাক্লিয়াসের মধ্যে কথোপকথনের একপর্যায়ে)
হিরাক্লিয়াসঃ লোকটি বর্তমানে যা বলছে, তোমরা কি এর পূর্বে কখনো তাঁর প্রতি মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ করেছো?

আবু সুফিয়ানঃ না।
হিরাক্লিয়াসঃ তিনি কি ওয়াদা ভঙ্গ করেন?
আবু সুফিয়ানঃ না। তবে বর্তমানে আমরা তাঁর সাথে একটি সন্ধিতে আবদ্ধ আছি। জানিনা তিনি এতে কি করবেন।...
অতঃপর সম্রাট দোভাষীকে বললেনঃ "আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, বর্তমানে তিনি যা বলছেন, ইতিপূর্বে তোমরা কি কখনও তাঁর উপর মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ করেছ? তুমি বলেছঃ না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়ে তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না...
আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? তুমি বলেছোঃ না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তারা কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।"
(আংশিক - মুখতাসার সহীহ আল-বুখারী - ৭)

এমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন,
إنه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكونَ له خائنةُ الأعينِ
কোন নবীর পক্ষে চোখের পলকের খেয়ানত করা শোভা পায় না।
(সুনান আবূ দাউদ ৪৩০৮ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এছাড়া ইবনে আবী শাইবা, নাসায়ী ও বাজ্জারে হাদীসটি এসেছে)

তাই বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সাদিক" হওয়ার পাশাপাশি "আমিন"ও ছিলেন।

মক্কার সকলে (মুশরিক মুমিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের ধন-সম্পদ জমা রাখতেন। সেই মক্কার মুশরিকরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে, তার নিজের ভিটেমাটি থেকে তাকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল এবং মুসলিমদের নির্যাতন করে সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ পরায়ন হযয়ে লোকেদের গচ্ছিত সম্পদ গুলো নিয়ে যাননি। বরং তিনি তখন তার স্থানে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে রেখে যান, যেন তিনি সকলের গচ্ছিত আমানত তথা সম্পদগুলো লোকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে পারেন। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আমিন" হিসেবে চরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ সুউচ্চ করেন।

এছাড়া নবুওয়াতের পূর্বে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে ব্যবসা করার সময় আমানতের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করেছিলেন। যার ফলে তার নাম হয়ে যায় "আস-সাদিক আল–আমিন"।

কাফেররা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদুগ্রস্থ, গণক, কবি এসব অপবাদ দিলেও কখনোই তাকে এই গুণের কারণে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়নি।

আব্দুল্লাহ

আব্দুল্লাহ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দা বা দাস।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল উপাধির মধ্যে সর্বোচ্চ হল **আব্দুল্লাহ**।
কারণ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রসূল হওয়ার আগে তাকে "আব্দ" হতে হয়েছে।
তাই, আমরা শাহাদাত পাঠ করার সময় বলি, "মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসুলূহু" আগে আব্দুন কথাটার সাক্ষ্য দিয়ে এরপরে আমরা বলি রাসুলুল্লাহ।

সূরা বাকারা ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দাকে "আব্দুন" বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছেন:
وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
"আমি **আমার বান্দা**হর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর।"

তদ্রুপ সূরা আল কাহাফ এর প্রথম আয়াতে বলেছেন:
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا۟ۜ
"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি **তাঁর দাসের** প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি।"

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা পৃথিবীর সকল মানুষদের মধ্যে যেসব উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হল "আল ইসরা ওয়াল মিরাজ", যা তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাকে (মুহাম্মাদ ﷺ) দিয়েছেন। সেই উপহারের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা ইসরার প্রথম আয়াতে বলেছেন:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

“পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি **তাঁর বান্দাকে** রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় রসুলকে “আব্দুন” বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

“ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ‘উমার (রাঃ)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ‘ঈসা মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।” *(সহীহ বুখারী আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩১৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩১৯৯)*
(মুসনাদ আহমাদ-১৬৪, ৩৩১)

এছাড়া এক বিখ্যাত হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমি চাইতাম তাহলে আমার সাথে স্বর্ণের পাহাড় চলত। আমার কাছে একজন ফেরেশতা “সেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে, যার আকার এই কাবার পুরো চত্বরকে ঢেকে দেয়। সেই ফেরেশতা আমাকে বললেন যে, আপনার রব আপনাকে সালাম দিচ্ছেন। এরপর আপনাকে একটি চয়েজ দিচ্ছেন যে, আপনি চাইলে একজন বান্দা নবী তথা দাস নবী হতে পারবেন অথবা বাদশাহ নবী।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল এর দিকে তাকালে, তিনি ইশারায় সম্মতি দিয়ে জানালেন, আপনি চাইলে যেকোনো একটি পছন্দ করতে পারবেন, কোন সমস্যা নেই আপনার জন্য পরিপূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন, “আমি একজন বান্দা নবী হওয়ার জন্য পছন্দ করলাম।”
এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বান্দা নবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালেব ইসলামের প্রচার-প্রসারে অনেক সাহায্য করলেও নিজে কখনো ঈমান আনেননি। মৃত্যুশয্যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আপনি শুধুমাত্র বলুন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। তখন তিনি

কিছু বলতে চেষ্টা করলে পাশে থাকা আবু জাহেল এবং আবু উমাইয়ার শয়তানিতে প্রভাবিত হয়ে শাহাদাত হতে বিমুখ হয়ে যান এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা কাসাসের ৫৬ নং আয়াত নাযিল করেন:

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

"তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎ পথ অনুসরণকারী।"

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরীনগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে হিদায়াতের দায়িত্ব দেননি শুধুমাত্র এই কথা বোঝানোর জন্য যে, আপনি একজন আল্লাহর দাস, বান্দা বা গোলাম।

মাসুম ও মামুন

"মাসুম" অর্থ হচ্ছে নিষ্পাপ হওয়া। এর পাশাপাশি আরেকটি নাম হচ্ছে "মামুন"; যার অর্থ নিরাপদ হওয়া।

মাসুম মানে "যাকে পাপ জাতীয় কোন কিছু ছুঁতে পারবে না", আর মামুন মানে হচ্ছে "বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকা।"

আল্লাহু সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াতে বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

"হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলে না। মানুষের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্ই তোমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে কক্ষনো সৎপথ প্রদর্শন করবেন না।"

এই يَعْصِمُكَ থেকে তার নাম হয়েছে মাসুম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আমি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কথা বলি, তবে তা অকপটে গ্রহণ করো। কেননা আমি মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর প্রতি কখনই মিথ্যারোপ করবো না।" *(সহীহ মুসলিম ৫৯১৪)*

জাহেলী যুগে কাবা নির্মাণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে তার চাচা আব্বাস বলেছিলেন, “চলো আমরা পাথর বহন করে নিয়ে আসি।” পাথর বহনের সুবিধার্থে রায় সকলেই তাদের চাদর খুলে কাঁধে দিয়ে, তারপর পাথর বহন করছিল। এ কারণে তখন তাদেরকে উলঙ্গ থাকতে হয়েছিল। তাদের অনুসরণ আব্বাস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, “তুমিও চাদরটি খুলে ভাঁজ করে কাঁধের উপর নাও এবং পাথর বহন করে আনো।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম, তাঁর কথামতো চাদর খুলে পাথর বহন করতে উদ্যত হলে, সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তার হুঁশ ফেরার পরে আসমানের দিকে চোখ গেলে তিনি খুব লজ্জাবনত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাদর গায়ে জড়িয়ে নেন।
তৎকালীন সমাজে এই বিষয়টি একেবারে অনাপত্তির হলেও আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তাকে একেবারে নিষ্পাপ রাখার জন্য এ সকল ছোটখাটো ভুলত্রুটি থেকেও রক্ষা করেছেন।

আরেকবার মক্কার কিছু যুবক মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব জোর জবরদস্তি করে মক্কার বাইরে একটি মেলায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, যা ছিল পৌত্তলিকদের শিরকি উৎসব। তখন সেই মেলার এলাকায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত করে দেন; পৌত্তলিকদের এত হৈ-হুল্লোড়েও তার ঘুমের একটু ক্ষতি করতে পারেনি। পরে সকালে তার ঘুম ভাঙলে দেখতে পেলেন, ততক্ষণে সকলে অনুষ্ঠান শেষ করে ফিরে গিয়েছেন।
এটা তিনি পরবর্তীতে আমাদের জন্য বর্ণনা করে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা সেদিন আমাকে ঘুমের মাধ্যমে এত বড় শিরিকের কাজ দেখা থেকে রক্ষা করেছেন।

এভাবে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা পদেপদে তাকে সকল পাপ পঙ্কিলতা থেকে হেফাজত করেছেন এজন্য তিনি মাসুম। এবং যাতে কোন মানুষ তার রিসালাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করে বলতে না পারে যে, “মুহাম্মদ তোমাদের জন্য এই রিসালাত নিয়ে এসেছেন কিন্তু সে নিজেই তো এসব পাপ করেছে।”
এই কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে শৈশব থেকেই সকল প্রকার পাপাচার থেকে দূরে রেখেছেন তথা মাসুম রেখেছেন।

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পিতা না হওয়া

একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বেশি কষ্টের স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটি হলো পিতা-মাতার মৃত্যু এবং তার চেয়েও বেশি কষ্ট হল নিজ সন্তানের মৃত্যু।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা চারজন পুত্র সন্তান দান করেছিলেন কিন্তু তারা প্রত্যেকে বাল্যকালে মারা যান। প্রত্যেক সন্তানকে রসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতেই দাফন করেছেন। তার সর্বশেষ সন্তান ইব্রাহিম মারা যাওয়ার সময় নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল।
নিজ সন্তান হারানোর এই নিদারুণ যন্ত্রণা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইসলামকে শুধুমাত্র তারা আনীত রিসালাত কি সারাবিশ্বে অক্ষুন্ন রেখে পৌঁছে দেয়ার জন্যই সহ্য করতে হয়েছিল।
আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে বলেনঃ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

“মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যেকার কোন (জীবিত) পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারজন পুত্রসন্তান বাল্যকালে এজন্যই মারা গিয়েছিলেন, যাতে করে তার মৃত্যুর পরে তার পুত্রদেরকে কেউ কখনো, নবী না হোক তার ওয়ারিশ হিসেবেও অন্তত নেতা বা মুরুব্বী দাবি করতে না পারে। পরবর্তীতে মানুষ তাদেরকে নবী হিসেবে গ্রহণ করত, যেমন দেখা যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শিয়ারা নবী দাবি করছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র জীবিত থাকলে ইসলাম তখনই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত। কেননা নবীর সিলসিলার কথা বলে পরবর্তীতে কয়েক কোটি নবী দাবিদার পৃথিবীতে দেখা দিত। আল্লাহ পাক আমাদের নবীর এই কুরবানীর দ্বারা দ্বীনকে রক্ষা করেছেন এবং আমাদের প্রতি রহম করেছেন।

অন্যান্য বিশেষত্ব

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছিল যা অন্যান্য নবীদেরকে দেয়া হয়নি। যা হচ্ছে,

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীর সম্পদ বা খজিনার চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এগুলো আমি নিজের

হাতে রেখে দিয়েছি।” এর ব্যাখ্যায় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর আমরা সেগুলো দেখতে শুরু করলাম। তোমরাও তো সেগুলো দেখতে শুরু করছ যে কিভাবে পৃথিবীর সম্পদ গুলো তোমাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে।”

- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অন্যান্য রাসূলদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে, তারা এই রাসূলের উপর ঈমান আনতে বাধ্য।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাওরাত এবং ইঞ্জিলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে ঘটেনি।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে আসমানে বিশেষ নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন জিন শয়তান যেন আগের মত আসমানে গিয়ে কান পেতে কিছু শুনতে না পারে এবং তারা যদি এসবের চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে লক্ষ্য করে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা হয়।
- অন্যান্য নবীগণ জিব্রাইলকে তার আসল রূপ দেখতে পায়নি। যা একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ই দেখতে পেয়েছেন।
- আল ইসরা ওয়াল মিরাজ তথা মেরাজের রজনী। আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য উপহার ছিল, যা অন্য নবীরা পায়নি।
- অন্যান্য নবীদেরকে একেবারে একখণ্ড কিতাব আসমান হতে নাজিল করে দেয়া হতো কিন্তু কুরআনকে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে খন্ডাকারে, সময় অনুযায়ী নাযিল করেছেন। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি মুজিজার অন্তর্ভুক্ত।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং রাসূল বা খতামুন নাবিয়ীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তার কিতাব বা শরীয়ত বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের জন্য, যা কেয়ামত পর্যন্ত কেউই রহিত করতে পারবে না। যেখানে অন্য নবীদের রিসালাত ছিল নির্দিষ্ট জনপদের জন্য সীমাবদ্ধ।